বিশ্বজনীন ধর্মের প্রকৃতি ও আদর্শ (Nature and Ideal of Universal Religion):

এটা ঐতিহাসিক ঘটনা যে পৃথিবীতে নানারকমের ধর্মীয় অথবা আধ্যাত্মিক সংগঠন আছে। তাদের আচার, বিশ্বাসও আলাদা আলাদা। এটাও ঐতিহাসিক ঘটনা যে বহু প্রাচীনকাল থেকে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এইসব ধর্মগুলো পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে যাচ্ছে। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ই এমন দাবি করে যে তাদের সংগঠনই সকলের চেয়ে উত্তম। তাই তারাই পৃথিবীতে থাকার যোগ্য। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলির মধ্যে এতো প্রকাশ্য ও কুৎসিত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও সকল ধর্মগুলিই বেঁচে আছে। ধর্মমতগুলির এই অন্তর ও বাহ্য কলহ তাদের দুর্বল করার পরিবর্তে বরং সংযুক্ত করেছে জীবনীশক্তি এবং তাদের বিস্তার ঘটানোয় সাহায্য করেছে।

এ ঘটনা বিবেকানন্দের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। এই ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, এই আপাতবিরোধ কোনভাবেই ধর্মমতগুলির অন্তর জীবনীশক্তিকে অথবা ধর্মের মূল সত্তাকে প্রভাবিত করে না। বস্তুতঃ বিবেকানন্দ এবং-বা স্বীকার করেছেন যে, বিভিন্ন ধর্মমতগুলির মধ্যে যেমন বিরোধ আছে, তেমনি প্রত্যেক ধর্মমতের ভেতরেও সম্প্রদায়গত কলহ আছে। এ সম্পর্কে তার মত হল, সকলেই যদি একইভাবে চিন্তা করে, তাহলে নতুন চিন্তার আর কোন অবকাশই থাকবে না। বিভিন্ন চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত থেকেই জাগ্রত হয় আমাদের চিন্তাশক্তি। যেমন জলের ঢেউ সৃষ্টি করে জীবনীশক্তি। ঢেউহীন জল মৃতবৎ। তাই বিভিন্নতাই জীবনের লক্ষণ, ধর্মের মধ্যেও বিভিন্নতা থাকবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, কিভাবে এই বিভিন্ন ধর্ম সত্য হতে পারে? কিভাবে বিভিন্ন বিরোধী মতামত একই সময়ে সত্য হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরের ওপরেই নির্ভর করছে বিশ্বজনীন ধর্মের ভাগ্য। একটি বিশ্বজনীন ধর্ম যদি প্রকৃতই বিশ্বজনীন হয়, তবে সেটি পূরণ করবে অন্ততঃ দুটি শর্ত। প্রথমতঃ এটি অবশ্যই এর দরজা খোলা রাখবে সকল বিশেষ ব্যক্তির জন্য। এটি অবশ্যই স্বীকার করবে যে, কোন ব্যক্তি এই অথবা ঐ বিশেষ ধর্মে জাত নয়। কে কোন ধর্ম গ্রহণ করবে না ত্যাগ করবে, সেটা তার নিজের অন্তরের নির্বাচনের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ একটি প্রকৃত বিশ্বজনীন ধর্মে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই সৃষ্টি এবং সাচ্ছন্দ্য বিধান করে। একটি বিশ্বজনীন ধর্ম পরিণামে, সকল সম্প্রদায়গত বিরোধকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। ফলে তাদের আস্থা অর্জনেও সক্ষম হয়। তাই একটি প্রকৃত বিশ্বজনীন ধর্মে সকল ব্যক্তি বিশেষ তার আধ্যাত্মিক মনের পুষ্টি লাভ করে।

প্রকৃতপক্ষে কি এ জাতীয় কোন ধর্মের অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে? অথবা এ জাতীয় কোন ধর্ম কি হওয়া সম্ভব? বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন এ জাতীয় ধর্ম পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল রয়েছে। ধর্মের এতো বাহ্য বিরোধে আমরা ধর্ম সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে গভীর দৃষ্টিতে ধর্মকে দেখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি, ফলে এ জাতীয় ধর্মের উপস্থিতিকে লক্ষ্য করতে পারছি না।

Scanned by CamScanner

অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বিবেকানন্দ এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলছেন, প্রথমতঃ বিভিন্ন ধর্মের প্রকৃতিকে যদি আমাদের সামান্যতম অন্তরদৃষ্টির সাহায্যে বিশ্লেষণ করি, তবে দেখতে পাবো তারা কখনই একে অপরের বিরুদ্ধতা করছে না। প্রকৃতপক্ষে, তারা একে অপরের পরিপূরকের কাজ করছে। ধর্মের সত্যতা এতো সামগ্রিক উপলব্ধিমূলক যে বিভিন্ন ধর্মমতগুলি কেবল ধর্মের একটি দিককে অথবা কয়েকটি দিক নিজেদের উপলব্ধির ক্ষেত্রকে নিয়োজিত করছে। এভাবে এক একটি ধর্ম তাদের সমস্ত শক্তিকে নিজেদের নির্বাচিত একটি দিকে নিয়োজিত করে ভাবছে ধর্মের আর কোন দিক নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ধর্মের এক একটি দিককে বিকশিত করছে প্রত্যেক ধর্ম। সুতরাং প্রত্যেকটি ধর্মই সমৃদ্ধ করছে শাশ্বত ধর্মের এক একটি দিককে। হতে পারে সম্প্রদায়গত ধর্মগুলি আংশিক দৃষ্টিকোণ থেকে শাশ্বত ধর্মকে ব্যাখ্যা করছে, কিন্তু বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, মানুষ কখনও মিথ্যা থেকে সত্যে উন্নীত হতে পারে না, সত্য থেকেই সত্যে উপনীত হতে হয়। অপেক্ষাকৃত নিম্ন সত্য থেকে উচ্চ সত্যে উপনীত হয় মাত্র। দ্বিতীয়তঃ একই বিষয়ের বিরুদ্ধ দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে। যেমন যদি আমরা একই বস্তুর ফটোগ্রাফ নিই বিভিন্ন কোণ থেকে, সেগুলি ঠিক একই রকম হবে না। এমনকি বিপরীতও হতে পারে। কিন্তু ফটোগ্রাফগুলি যে একই বস্তুর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেইরকম আমরা একই সত্যকে দেখছি আমাদের নিজের নিজের মত করে। নিজের মনের রঙে রাঙিয়ে নিচ্ছি। বুঝছিও নিজের মতো করে। এর থেকেই মানুষে মানুষে তফাৎ হচ্ছে আর আমাদের মনে হচ্ছে একের সঙ্গে অপরের বিরুদ্ধতা আছে। কিন্তু মূলে সকল ধর্ম একই সত্যকে প্রকাশ করছে, তাই একে অপরের পরিপূরকেরই কাজ করছে।

সুতরাং বিশ্বজনীন ধর্ম জগতে রয়েছেই। যেমন রয়েছে মানুষের মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। কিন্তু বিশ্বজনীন ধর্ম যদি থাকে তার প্রকৃতি কেমন? কোন সাধারণ বিষয় কি পাওয়া যায় সমস্ত ধর্মের মধ্যে? বিবেকানন্দ অবগত ছিলেন এরকম কোন 'সাধারণ বিষয়' পাওয়া খুবই কঠিন কাজ — প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বিভিন্ন ধর্ম ধর্মের বিভিন্ন গুণের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন ইসলামে গুরুত্ব পেয়েছে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। হিন্দুধর্মে গুরুত্ব লাভ করেছে আধ্যাত্মিকতা, খ্রীষ্টান ধর্মে আত্মশুদ্ধি করে ঈশ্বরের রাজত্বে প্রবেশ — সুতরাং এ সবের মধ্যে একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। তবু বিবেকানন্দ দুটি বিষয়কে এদের মধ্যে সর্বজনীন বলে চিহ্নিত করেছেন। তাদের প্রথমটি হল 'গ্রহণ' (Acceptance)। এই 'গ্রহণ' শব্দটিকে তিনি পরধর্মসহিষ্ণুতার করার ক্ষমতা হিসাবে গ্রহণ করেননি। বরং প্রকৃত অর্থেই বিশ্বজনীন ধর্ম হল সবকিছুকে গ্রহণ করার ক্ষমতা বিশেষ। এজন্যই তিনি বলেছেন, তিনি ঈশ্বরের যেকোন আকৃতিকে, যে কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে পুজো করতে প্রস্তুত। তিনি তাঁর প্রার্থনা জানানোর জন্য মন্দির, চার্চ অথবা মসজিদ—যে কোন স্থানে যেতে প্রস্তুত। বিশ্বজনীন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষকে হতে হবে খোলা হৃদয়ের এবং বড়মনের মানুষ। তাঁকে সমস্ত ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠগ্রহণ করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ যে সব ধর্ম আসবে তাদের জন্য হৃদয়কে মুক্ত করে রাখতে হবে।

আর দ্বিতীয় সাধারণ বিষয় বিশ্বজনীন ধর্মে 'ঈশ্বর'। এক ঈশ্বরের ধারণা অবলম্বনে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসমূহ সম্বন্ধযুক্ত হয়ে আছে। বিবেকানন্দ বলছেন: 'এক প্রভু বলছেন, 'আমি মণিগনের মধ্যে সূত্ররূপে বর্তমান রয়েছি (ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগনা ইব)। এই এক একটি মনিকে এক একটি ধর্মমত বা তদন্তর্গত সম্প্রদায় বিশেষ বলা যেতে পারে। পৃথক পৃথক মণিগুলো এই প্রকার এক একটি ধর্মমত এবং প্রভুই সূত্ররূপে সেই সকলের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন

এবে অধিকাংশ মানুষই ঐ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।'

বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির নিয়ম। আমরা সকলেই মানুষ অথচ আমরা সকলেই পরস্পর পৃথক। মনুষ্যজাতির অংশ হিসেবে আমি এবং আপনি এক। কিন্তু যখন আমি অমুক তখন কিন্তু আমি আপনার থেকে পৃথক। পুরুষ হিসেবে আপনি নারী থেকে ভিন্ন, কিন্তু মানুষ হিসেবে নর ও নারী এক। মানুষ হিসেবে আপনি জীব-জন্তু থেকে পৃথক, কিন্তু প্রাণী হিসেবে, স্ত্রী, পুরুষ, জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ সকলেই সমান। এবং সত্তা হিসাবে আপনি বিরাট বিশ্বের সঙ্গে এক। আর সেই বিরাট সত্তাই ঈশ্বর, তিনি এই বৈচিত্র্যময় জগৎপ্রপঞ্চের চরম একত্ব।'

Scanned by CamScanner